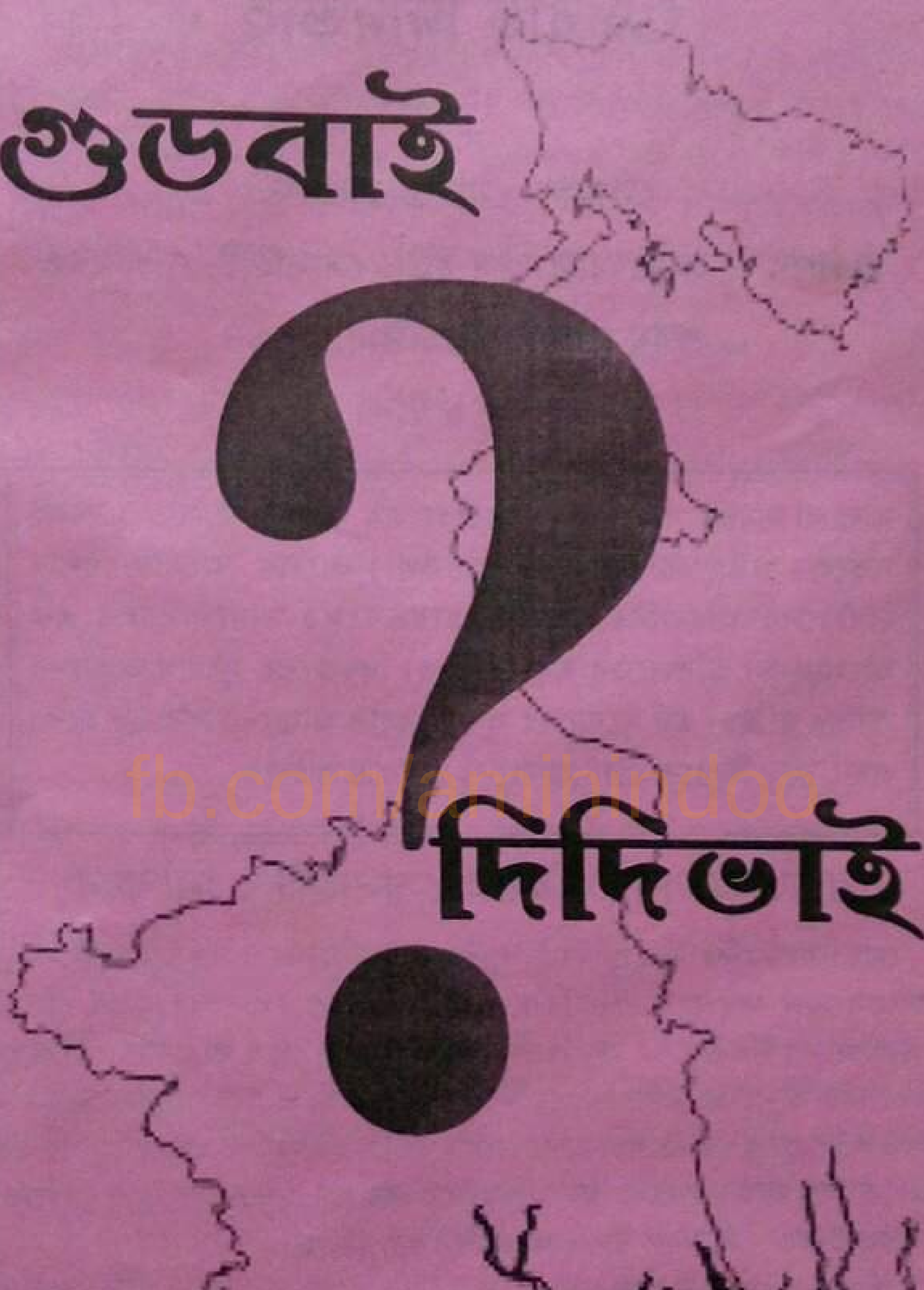
গুডবাই ? দিদিভাই



— মোহন্ত ব্রহ্মানন্দ

গুডবাই দিদিভাই

লেখক - মোহন্ত ব্রহ্মানন্দ

প্রকাশক - র‍্যাডিক্যাল হিন্দু ইউথ সোসাইটি, পশ্চিমবঙ্গ

প্রথম প্রকাশ - জন্মাষ্টমী, ২০১৪

মূল্য - ৮ টাকা

কাল বা সময়ই সর্বশক্তিমান, অন্ততঃ এই দৃশ্যমান জগতে । কালই সকলের স্রষ্টা, আবার কালই ধ্বংসকর্তা। কালের অমোঘ খেলায় দীর্ঘদিনের অপমানিত, লাঞ্ছিত ভারতবর্ষের সামনে কালই এক আলোকজ্জ্বল ভবিষ্যতের সন্ধান দিচ্ছে। বিশ্বজয়ের সুযোগ আমাদের হাতের মুঠোয়। এই সুযোগের পূর্ণসদ্ব্যবহার আমাদের করতেই হবে। এখন, হিন্দু হিসাবে এটাই আমাদের একমাত্র কর্তব্য।

র‍্যাডিক্যাল হিন্দু ইউথ সোসাইটি'র নিবেদন

মোহন্ত ব্রহ্মানন্দের 'প্লিজ প্রধানমন্ত্রী' পুস্তিকার যা নির্যাস তা অক্ষরে অক্ষরে মিলেছে। কংগ্রেস আজ আস্তাকুড়ে, শেষ বিদায়ের লগ্নে। মোহন্ত ব্রহ্মানন্দের দ্বিতীয় পুস্তিকা 'পালাবদলের ইতিহাস' -এ হিন্দু বিজয়ের শুভক্ষণ এসে গেছে তা প্রকাশিত হয়েছে। সত্য সত্যই শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি তথা এন ডি এ জোট যে অপ্রত্যাশিত জয় লাভ করল তাতে মোহন্ত ব্রহ্মানন্দের লেখাই সত্য বলে প্রমাণিত হল। বিজেপির এই জয়কে 'হিন্দু জাতীয়তাবাদের জয়' 'এক হাজার বছর বাদ হিন্দুরা মাথা তুলে দাড়ালো' 'ভারতের জয়'—এই সকল ভাষায় অভিনন্দিত করা হয়েছে।

এই পূর্বাভাস বিষয়ক বইগুলি ছাপতে পেরে আমরা গর্বিত। আমরা আশা করি 'গুডবাই দিদিভাই' পুস্তিকাটি পূর্বের মত জনপ্রিয় হবে এবং মোহন্ত ব্রহ্মানন্দের পূর্বাভাস যা কর্মফল তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত তা যেন সত্য হয় — পশ্চিমবঙ্গ যেন রাহুমুক্ত হয়, পশ্চিমবঙ্গে যেন নতুন প্রভাত আসে, পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি হিন্দু মাথা তুলে দাড়াতে পারে। জয় ভারত, জয় ভারতী।

গুডবাই দিদিভাই

'গুডবাই দিদিভাই, যোলোয় তোমার সাফাই চাই'। পশ্চিমবঙ্গের পরিবর্তনের রাজনীতিতে আরও একটা পরিবর্তন আসছে। গত বিধানসভা অর্থাৎ ২০১১র ভোটে এক বিরাট পরিবর্তনের স্রষ্টা পশ্চিমবঙ্গের জাগ্রত জনতা। ৩৪ বছরের বামশাসন জাগ্রত জনতার নিঃশ্বাসে নিশ্চিহ্ন। বামজমানার বড় বড় ইমারত ধরাশায়ী। বামপন্থী তথা সিপিএমের মজবুত সংগঠনের গল্প কেবলই মিথ্যা গল্প, তা আজ প্রমাণিত। পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে ভয়ংকর দুরমুশে সিপিএম আজ ছিন্নমূল। প্রবল এক ঘূর্ণিঝড়ে উপড়ে যাওয়া সি পি এমের চিহ্ন — তালাবন্ধ লোকাল পার্টি অফিস, রঙ চটা কাস্তে হাতুড়ীর ছবি, রবিবারের সকালে অপরের দাক্ষিণ্য প্রত্যাশী গণশক্তি হাতে দুএকটি হতভাগ্য কমরেড আর জনমানবশূন্য দৈত্যপুরী আলিমুদ্দিনে বিমান বসুর মত কয়েকটি পাহারাদার। আর সব ধাঁ, ভোঁ ভাঁ।

মার্কসবাদ-লেলিনবাদের এই শোচনীয় ছবি হয়তো অনেকের কাছেই অপ্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু সত্য এটাই যে বামপন্থা ধীরে ধীরে কালের গতিতেই নিস্তেজ হয়ে আসছিল, প্রাসঙ্গিকতা হারাচ্ছিল। যে যুগে গণমাধ্যম যথেষ্ট দূর্বল ছিল সেই সময় বামপন্থীদের আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ে নানান পরিবেশনা মানুষের মধ্যে বামপন্থীদের প্রতি এক শ্রদ্ধা তৈরি করত। ভারতের কংগ্রেসী নোংরা রাজনীতির ময়দানে বামপন্থী নেতারা যথেষ্ট সমীহ আদায় করত। তাছাড়া বামপন্থী বহু নেতার সাধারণ জীবন যাপনও অবশ্যই জনসাধারণের দৃষ্টি ও মনকে আকর্ষণ করত। এর সাথে ছিল মিথ্যার প্রচার। বামপন্থা 'বৈজ্ঞানিক মতবাদ', 'বামপন্থী শাসনে সোভিয়েট রাশিয়া বা চীনে স্বর্গসুখ বিরাজিত' ইত্যাদি। আমাদের দেশের বামপন্থী নেতারা কতটা সত্য জানতেন এ বিষয়ে সন্দেহ আছে, বরং তাদের যা গেলানো হত তাই তারা বমি করতেন।

কিন্তু ধাক্কাটা এল গর্বাচেভের সময় থেকে, ভ্রান্ত বামপন্থা সোভিয়েটকে দেউলিয়া করেছে -- একথা জানার পর থেকেই বামপন্থা অচল বলেই প্রমাণ হতে থাকে। পাশাপাশি গণমাধ্যমের দ্রুত উন্নতি, টিভি মিডিয়ার দৌলতে বিশ্ব যেভাবে সাধারণ মানুষের রান্নাঘর ও বাথরুমে ঢুকে পড়েছে তাতে বিশেষ সমাজ সচেতন বলে বামপন্থীদের যে মর্যাদা ছিল তা দ্রুত হারাতে থাকে। ফলে বামপন্থীদের স্থানও হতে থাকে আর দশটা খুঁটে খাওয়া রাজনীতিবিদদের গোত্রে। এরই সাথে পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন হয় জ্যোতিবসু মার্কা একদল বামপন্থীর -- যাদের ব্যক্তিজীবনে বামপন্থার আদর্শবাদের কোনো ছাপই নেই, সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতা নিয়ে যাদের রাজনৈতিক জীবন। এই আত্মসর্বস্ব রাজনীতিকদের রমরমায় বামপন্থা কমিউনিস্টের পরিবর্তে 'কামিয়েনিষ্ট' পার্টিতে পরিণত হয়। জমির দালালী, সিন্ডিকেট, ঘুষ, কারখানায় মালিকের দালালি, চুরি, ডাকাতি -- সব কিছুর

সাথে জড়িয়ে পড়ে পার্টির নাম। 'কামিয়েনিষ্ট'দের বাসায় ঢিল মারার অর্থ বোলতার চাকে ঢিল মারা, প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে গলা টিপে মারার জন্য শুরু হয় সন্ত্রাস, অত্যাচার। তথাকথিত কমিউনিস্টদের হুজ্জুৎ, বেল্লেলাপণা, সন্ত্রাসের সাক্ষী পশ্চিমবঙ্গের কোটি কোটি মানুষ। এর সাথে পাল্লা দিয়ে অনুন্নয়ন, পশ্চিমবঙ্গকে প্রতিদিন একটু একটু করে ডুবিয়ে দেবার ব্যবস্থা। মানুষ আশা করেছিল বামপন্থী শীর্ষ নেতারা অন্ততঃ বাস্তব পরিস্থিতি বুঝতে পারবে, আমূল সংস্কারের চেষ্টা করবে। কিন্তু সব আশায় গুড়ে বালি, সততার এক প্রতিমূর্তি -- বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য যেদিন 'আমরা - ওরা'র রাজনীতি শুরু করলেন সে দিনই বাংলার মানুষ বুঝেছিল -- সি পি এম তথা কমিউনিস্টদের মরণের পাখনা গজিয়েছে, এদের ধংস স্বয়ং ভগবান এসেও আর ঠেকাতে পারবে না। পার্টির নেতা বিমান বসু নন্দীগ্রামে সিপিএমের গুন্ডাগর্দী, পুলিশের নারকীয় অত্যাচার - অজস্র খুন এবং বিরোধীদের গ্রামছাড়া করে সিপিএমের গ্রাম দখলের পর নন্দীগ্রামে 'সূর্যোদয়' দেখেছিলেন, সেদিন বুঝতে বাকি রইল না যে গাছটার মাথায় নয়, গোড়ায় পোকা লেগেছে — কোনো ওষুধে, কোনো অপারেশনে এ রোগ সারানোর নয়, বাঁচতে গেলে -পরিবেশকে বাঁচাতে গেলে - পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচাতে হলে এই বামপন্থী নামের অসভ্য, দাম্ভিক ও হিংস্রদের উৎখাত করাই একমাত্র পথ। তাই পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে একটা শ্লোগানই ধ্বনিত হতে লাগল --'সি পি এম হঠাও, বাংলা বাঁচাও'।

শুরু হল দ্বিতীয় পর্ব। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সাহসী, দরদী, বহুবার সিপিএমের নৃশংস আক্রমনের শিকার মমতা ব্যানার্জীকে সিপিএম বিরোধী আন্দোলনের নেত্রী হিসাবে মেনে নিল। মমতা ব্যানার্জীর উত্থানের কাহিনীটা মোটেও মসৃণ নয় ; বরঞ্চ ভয়ানক সংঘাতময়, আশা - হতাশার ভয়ংকর দোলায় ভরা। মমতা ব্যানার্জীর সংগ্রামী জীবনকে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ অস্বীকার করে নি, বরঞ্চ যথাযোগ্য সম্মান দিয়ে তাকে বরণ করে। পরিবর্তনের কান্ডারী হিসাবে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে তাকে বাংলার উন্নয়নের একচেটিয়া অধিকারের মালিক করে। ৩৪ বছরের বামশাসন উপড়ে পড়ে, ডালপালা পাতাহীন মরা গাছের মত কয়েকটা এম. এল.এ নিয়ে সি পি এম তথা বামপন্থীরা শেষ বিদায়ের স্যালুট নেবার জন্য বসে রয়েছে।

শুরু হল তৃতীয় পর্ব। সকলের দিদি হলেন মমতা ব্যানার্জী। দিদির বিরোধীরা ব্যঙ্গে বলেন 'দিদিমণি'। দিদির এই উত্থান সাড়া ফেলে ভারতে, বিশ্বও চমকে ওঠে। জনতার ঢল দিদির সাথে। হতাশাময় বাংলার বুকে জেগে উঠেছে নতুন আশা। দলে দলে নারী-পুরুষ, বিশেষতঃ যুবসমাজ ঝাঁপিয়ে পড়েছে দিদির সাথে । সত্যিই এক বৈপ্লবিক অধ্যায়। মরা গাঙ্গে বান আসার মত মৃতপ্রায় বাংলার শিরায় শিরায় বইতে থাকে নব উন্মাদনা। উন্নয়নের বন্যা বইবে বাংলায়, কলকারখানায় ভরে যাবে বাংলার গ্রাম শহর, মুছবে বেকার সন্তানের মা-বাবার চোখের জল, দূর হবে বেকারের দীর্ঘশ্বাস, সন্ত্রাস বন্ধ

ঘরে ঘরে মুছবে বেকার সন্তানের মা-বাবার চোখের জল, দূর হবে বেকারের দীর্ঘশ্বাস, সন্ত্রাস বন্ধ হবে, ফুলে-ফলে ভরে উঠবে বাংলার মাঠ — সীমাহীন প্রত্যাশায় বাংলা দুলছে, নাচছে।

সাধারণ মানুষের প্রত্যাশার মাত্রাটা সীমাহীন ছিল একথা সত্য। কিন্তু বাস্তবে তা দ্রুত পূরণ করা অসম্ভব -তা ভালোভাবেই জানতো বুদ্ধিজীবি সমাজ। কেননা সি পি এম তথা বামপন্থীদের ছ্যাঁচড়া রাজনীতি যেভাবে বাংলাকে সব দিক থেকে শেষ করে দিয়েছে সেখান থেকে বেড়িয়ে আসা মোটেও সহজ ব্যাপার নয়। মাথার উপর ২লক্ষ কোটি টাকার ঋণ, 'দেনে হোগা-দেনে হোগা' করে শিল্প লাটে, শিল্পপতিরা নরকে গিয়েও বাস করতে রাজি কিন্তু সি পি এম শাসিত বাংলায় আসতে মোটেও রাজি নয়, প্রশাসনে ঘুষ আর দুর্নীতির খোলা বাজার, রাস্তা ঘাট গ্রাম শহর সমাজ বিরোধী ও মস্তানদের স্বর্গরাজ্য -- এই পরিস্থিতির মধ্যে বাংলাকে সিধে করা মোটেও সহজসাধ্য নয়, বরঞ্চ সুচিন্তিত দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার প্রয়োজন। বাংলার বুদ্ধিজীবি সমাজ দিদির প্রতি বিশ্বাস করেছিলেন যে দিদি সুপরিকল্পিতভাবে বাংলার গুণীজনদের নিয়ে উন্নয়নের এক পদ্ধতি তৈরি করবে যা বাংলাকে ধীরগতিতে হলেও এগিয়ে নিয়ে যাবে। একারণেই ২০১১র বিধানসভার নির্বাচনের আগে থেকেই বাংলার বুদ্ধিজীবি সমাজ যারা বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন তারা দিদির পক্ষে, পরিবর্তনের পক্ষে পথে নেমেছিলেন।

দিদির বিরোধী আগাগোড়াই ছিল। তাদের বক্তব্য ছিল-দিদি ক্ষ্যাপাটে। রাজনৈতিক দূরদর্শীতাহীন । অযোগ্য। প্রয়াত বিজেপি নেতা তপন শিকদার তো বলেই ছিলেন - 'সি পি এম ৩৪ বছরে যা ক্ষতি করেছে মমতা ব্যানার্জীর তৃণমূল ৩৪ মাসেই তা করে ফেলবে।' এসব সত্ত্বেও বাংলার মানুষ এদের কথা শোনে নি, বাংলার মানুষের লক্ষ্য ছিল একটাই - 'সি পি এম হঠাও, বাংলা বাঁচাও।'

শুরু চতুর্থ পর্ব। যা এখনও চলছে, ২০১৬ পর্যন্ত চলবে এবং তারপর তৃণমূল কংগ্রেস নামের পার্টিটাই ইতিহাস হয়ে যাবে।

এটা কোনো ভবিষ্যতবানী নয়, অনিবার্য পরিণতি। কর্মফল । তৃণমূল কংগ্রেস যখন দিদিভাই মমতা ব্যানার্জী শুরু করেন তখন তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন হার্ডকোর সিপিএম ও কংগ্রেস বিরোধীরা, যারা মানতেন 'সি পি এম - কংগ্রেস দুইভাই, বাংলা থেকে তাড়ানো চাই।' সেইসব তৃণমূলীরা সি পি এমের অত্যাচারে ও কংগ্রেসের বিশ্বাস ঘাতকতায় সর্বস্বান্ত, তারাই অজস্র সংগ্রাম করে তৃণমূল কংগ্রেসকে একটা জায়গায় এনেছে যেখান থেকে বাংলার মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসকে সি পি এমের বিরোধী শক্তি বলে বুঝতে শিখেছে। প্রশ্ন আজ তারা কোথায় ?

উত্তর- হয় শেষের সারিতে, নচেৎ বিদায়। বড় প্রমাণ মেদিনীপুরের অধিকারীরা। আজ তারা পেছিয়ে পড়েছে নব্য তৃণমূলীদের গুঁতোয়। নব্য তৃণমূলীরা বেশিরভাগই

ডিগবাজী খাওয়া লোকজন, অন্যদল থেকে এসে ম্যানেজ করে বড় চেয়ার দখল করে আজ তৃণমূলের বড় নেতা। পাড়ায় পাড়ায় একই ছবি। প্রকৃত তৃণমূলীরা এখন একঘরে, নব্য তৃণমূলীদের অত্যাচারের শিকার ।

প্রশ্ন - এই নব্য তৃণমূলীরা কারা ?

উত্তর - বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই পাল্টি খাওয়া সিপিএম নেতারা। যাদের উৎপাতে এলাকার মানুষ সিপিএম ছেড়ে তৃণমূলে ঢুকে ছিলেন. এখন সেই আঁপদ আবার ঘাড়ে।

তাই খুব সহজেই বলা যায়, তৃণমূল আজ আর সবুজ নয় — লাল হয়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে তলার দিকে সি পি এমই বকলমে তৃণমূল কংগ্রেসকে চালাচ্ছে। ফলে বদল কেবল পতাকার হয়েছে, পরিচালকের নয়। পুরানো মদ কেবলই নতুন বোতলে আজ।

তৃণমূলের এই পরিস্থিতি জনসমাজের সামনে পরিস্কার। হতাশ জনসাধারণ, শোকে দুঃখে ভেঙ্গে পড়েছে তৃণমূলের প্রকৃত কর্মীরা। হতাশভাবে দেখছে তৃণমূলের নেতাদের 'কামিয়েনিষ্ট' আচরণ। কোন রাখ ঢাক নেই, নেই কোনো লুকোচাপা - শুরু হয়েছে খুল্লামখুল্লার লুঠের রাজত্ব। যে যেদিক দিয়ে পারছে সেই কামাচ্ছে - কবীর সুমনের কথায় 'খাও-খাও'।

আর উন্নয়ন, সে তো অথৈ জলে। কোথাও কোনো উন্নয়ন নেই । সেন্ট্রাল গর্ভনমেন্টের টাকায় কিছু রাস্তাঘাটের কাজ হলেও বাকি ক্ষেত্রে রাস্তাঘাট চলাচলের অযোগ্য। রুগীদের জন্য এই রাস্তা সোজা গেছে শ্মশান ঘাটে, ছোট গাড়ি - রিক্সা ভ্যানওয়ালা - সাইকেল আরোহীদের কাছে প্রাণান্তকর, খরচ বাড়ছে সারাইয়ের, অকারণে প্রাণ শক্তিক্ষয় হচ্ছে সাধারণ মানুষের । রাস্তাঘাটের ছবি দেখে আঁতকে উঠছে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীরা, সরকারের কাকুতি মিনতিতে বিনিয়োগের কথা মুখে বললেও কাজে লবডঙ্কা। মমতা ব্যানার্জির সরকারের সময়ে বিনিয়োগের খাতা শূন্য । ফলে বেকারত্ব লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। 'হ্যান করেছি, ত্যান করেছি' বলে ডায়লগ ঝাড়লেও জনসাধারণের চোখে কেবলই হতাশা।

শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্যের চেহারা অতি ভয়ঙ্কর। তৃণমূলীদের আচরণে চমকে উঠেছে বাংলার শিক্ষাজগৎ। মাষ্টার পেটানো, জুলুমবাজি, মস্তানি ও ভর্ত্তির জন্য ছাত্রদের কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় করা - সবই চলছে অবাধে। উপরন্তু যোগ হয়েছে শিক্ষক নিয়োগের নামে চূড়ান্ত প্রহসন। লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত বেকারের জীবন নিয়ে শুরু হয়েছে ছেলেখেলা। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ, এস এস সির নিয়োগ, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ভুল, বিজ্ঞপ্তিতে ভুল-কি নেই সেখানে? বয়স গড়িয়ে যাচ্ছে, শিক্ষিত বেকারের একটা চাকরী পাবার আশা ক্রমশই ধুসর হয়ে যাচ্ছে। পাঠ্যবইতে বাদ হয়েছেন কাজী নজরুল, আধুনিক সংগীত জগতের কবীর সুমনের নাম থাকায় বাতিল হয়েছে পর্ষদের বারোক্লাসের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস - বারোক্লাসের পরীক্ষার আগে সরকারের এই তুঘলকী আচরণে

বিপদে পড়েছেন লক্ষ লক্ষ ছাত্র ছাত্রী, সরকারী মহানতায় বীর বিপ্লবী ক্ষুদিরাম হয়েছেন সন্ত্রাসবাদী। বামপন্থীদের মহানতায় তৈরী করা অন্তঃসারশূন্য শিক্ষাব্যবস্থার বস্ত্রহরণ করে বাংলার শিক্ষাব্যবস্থার মাথায় হাতুড়ী মেরে চলেছে বিপ্লবী তৃণমূলীরা। পকেট ভরানো, দলগত স্বার্থ ও ব্যক্তিস্বার্থের সামনে কিভাবে শিক্ষাব্যবস্থার ধ্বংস করা যায় তার এক নজির স্থাপন করার জন্য আজ তৃণমূলীরা মরিয়া।

আইন শৃঙ্খলার জগৎ—সেটা কি পশ্চিমবঙ্গে আদৌ আছে? পুলিশ নিশ্চুপ; না থেকে উপায়ই বা কি? দিদিভাই তো কোর্টের থেকেও বড়; কোর্টকেও ধমকান তিনি। দিদির শিক্ষাতে দিদির ভাইয়েরাও শিক্ষিত, তাই পুলিশকে কে মানে? অবাধে চলছে সবরকম নোংরামি; প্রথম প্রথম কিছু ধরপাকর চললেও এখন সবই চলছে নির্বিবাদে। পাকা অ্যান্টিসোশালের জায়গায় কাঁচাদের দিয়ে কাজ করাচ্ছে তৃণমূলের নেতারাই। জমির দালালি, প্রোমোটিং, ভেড়ি দখল, তোলাবাজি সবই চলছে বহাল তবিয়তে। এর সাথে যোগ হয়েছে ভয়ংকর বিষয় — মেয়েদের নিয়ে দিদির ভাইদের 'দুষ্টুমি' খেলা — চিন্তায় মেয়েরা, চিন্তায় মেয়ের বাপ মায়েরা, স্বামীরা। প্রতিদিন খবরের কাগজে দুষ্টুমির বিবরণ। দিদিভাইয়ের দল এখন ধর্ষণের স্পনসর। ছোট ছোট বাচ্চারা বাবা-মা-শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করছে— ধর্ষণ কি? অস্বস্তিতে, লজ্জায়, ঘৃণায় বাচ্চাদের ধমকাচ্ছেন তারা। পশ্চিমবঙ্গের মহিলা মুখ্যমন্ত্রী দিদিভাই ভাইদের হয়ে সাফাইয়ে এই পাপাচারের নাম দিচ্ছেন 'দুষ্টুমি'। সব ঘটনাকে 'সাজানো ঘটনা', 'ছোটো ঘটনা' বলে উৎসাহিত করছেন বর্বরতাকে। কামদুনির মেয়েটাকে চিরে ফেলল জানোয়ারেরা। দিদিভাই মেয়ের বাড়িতে তাদের টাকা দিয়ে চাকরী দিয়ে ঘুষ দেবার পরিকল্পনা করলেন। দিদিভাইয়ের শাসনে বাংলায় শুরু হয়েছে অসহায় মৃত্যুর দাম নির্ধারণ। রেপ হলে টাকা পাবে, মদ খেয়ে মরলে টাকা পাবে, কদিন বাদে আরো কত টাকা পাবার লিষ্ট বেরোবে — তা একমাত্র দিদিভাইই জানেন। চার্জশিট তৈরী হলো না নন্দীগ্রামের মানুষ হত্যার নায়ক পুলিশ অফিসারদের; রিজানুর হত্যাকাণ্ডে জড়িত বলে প্রচারিত দোষী জ্ঞানবন্ত সিংহের বড় পোষ্টিং; মুসলমান পরিবারের তিনভাইকে হত্যার নায়ক, নিজে মুখে স্বীকারোক্তি দেওয়া মনিরুল দিদিভাইয়ের পার্ষদ; নানা গুন্ডামি ও থানায় হুজ্জতের নায়ক আরাবুল দিদিভাইয়ের পার্ষদ; পুলিশকে বোম মেরে উড়িয়ে দেবার ডায়লগ মাস্টার অনুব্রত দিদিভাইয়ের অনুগত পার্ষদ — সেখানে বিচারের সমস্ত আশাই নির্বাপিত। কার ঘাড়ে কটা মাথা যে দিদিভাইয়ের ভুল ধরে, দিদির ভাইদের ফাটকে পোড়ে — তাই পুলিশ নিশ্চুপ। পার্কস্ট্রিট ধর্ষণ কান্ডে দাপুটে পুলিশকর্ত্রী দময়ন্তী সেনের দূরবস্থা আজ সকলেরই জানা। বাংলার পুলিশ প্রশাসন পড়ে ফেলেছেন আগামীর দেওয়াল লিখন। তারা চাইছেন দ্রুত সংঘটিত হোক জনবিক্ষোভ, মুছে যাক বাংলার এই কলঙ্কিত অধ্যায়। অবিবেচক, মুর্খ, দাম্ভিক, বর্বরদের রাজত্ব শেষ হয়ে বাংলায় আসুক নতুন প্রভাত। বামপন্থার আদলে ধাপ্পাবাজি নয়, সত্য সত্যই

আসুক এক উন্নয়নের সরকার।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ মূলতঃ যে কারণে সি পি এম তথা বামফ্রন্টের উপর ক্ষিপ্ত হয়েছিল, সেই দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, অনুন্নয়ন, সন্ত্রাস ও অসভ্য ভাষা আজ তৃণমূলীরা অতি সুন্দর কপি করেছে।

আর দুর্ণীতি সে তো হিসাবের বার। দিদিভাইয়ের দলের নেতারা বুভুক্ষ, এক পেট ক্ষিদে— কি খাবে তার বাদ বিচার নেই। ইট, কাঠ, পাথর, লোহা — সবই গিলে ফেলছে, চিবানোর ব্যাপারেই নেই। হজম হবে কি হবে না-তার তোয়াক্কা কে করে? এই গোগ্রাসে গেলার ঠেলায় ছোট, বড়, মাঝারি নেতারা ফুলছে, ফুলকো লুচির মত ফুলে উঠছে—তাদের তেল চকচকে অপরূপ সৌন্দর্য ঝরে পড়ছে। সাধারণ মানুষ আজ আর সি পি এমের 'আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ' হওয়া নেতার সাথে তৃণমূলীদের কোন পার্থক্য করতে পারছে না। আর ফুলকো লুচির গরম ভাপ বের করার জন্য খোঁচা মারলেই দিদিভাই চিৎকার করছেন — এসব রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা। মুখ্যমন্ত্রী হবার আগে পর্যন্ত দিদিভাই কথায় কথায় সিবিআই তদন্তের জন্য কান্নাকাটি জুড়ে দিতেন, আর এখন সি বি আই শব্দেই তার ভীষণ অ্যালার্জী। কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে জোট থাকার সুবাদেই সি বি আই ছিল পছন্দের আর তাল কাটতেই সি আই ডি— বারে বাঃ কি আমার সততার নমুনা রে! এখন যে 'কেঁচো খুঁড়তে সাপ' বেড়িয়ে পড়বে — সেই ভয়ে? কথায় আছে' ঠেলার নাম বাবাজী', সি বি আই-মোদী আর বিজেপি হাটে হাঁড়ি ভাঙতে চলেছে, তাই দিদিভাইয়ের গলায় এখন অন্য সুর। সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য কেউ নাকি অচ্ছুৎ নয়—এটাই তার মোদ্দা বানী। উসকে উঠেছে একটি চিন্তা — বাঘে গরুতে কী একঘাটে জল খাবে? বিজেপিকে ঠেকাতে কি সিপিএমের সাথে আঁতাতের প্রস্তাব? কেউই অচ্ছুৎ নয় — সিপিএম, তৃণমূল কংগ্রেস ও কংগ্রেস কী তবে একই ছাদের তলায়?

দিদিভাইয়ের উপর বাংলায় মানুষ আস্থা হারিয়েছে। অতি দ্রুত নামছে তাদের জনপ্রিয়তার পারদ। শেষ লোকসভা নির্বাচনে বহু তৃণমূলী বিধায়ক অঙ্কের হিসাবে হেরেছেন নিজের নিজের সিটে। খোদ ভবানীপুরে দিদিভাইয়ের প্রতি অনাস্থা দেখিয়েছেন এলাকার মানুষ। ১৫০ ভোটের বেশী সংখ্যায় হেরেছেন তিনি। লাগাতার হার হয়েছে বহু মিউনিসপ্যালিটি, গ্রাম পঞ্চায়েতও কর্পোরেশনের সিটে। তৃণমূলের ভিত নড়ে গেছে, নড়ে গেছে নেতাদের টনক, বুঝতে পেরেছে বিদায় ঘন্টা বাজতে শুরু হয়ে গেছে। তাই তৃণমূলে আজ হাহাকার উঠেছে 'তাড়াতাড়ি কামিয়ে নে, শেষের ঘন্টা বেজেছে রে'। হুটোপাটি লেগেছে, যে যেখানে পারছে সেই মাল মারছে। আর কয়েকজন হিসাব কষছে কবে দলটা ভাঙ্গা যাবে আর ভেঙ্গেই বা কোনদিকে ঠেক পাওয়া যাবে? তৃণমূলে এখন উন্নয়ন, প্রতিশ্রুতির কোনো চিন্তাই নেই, চলছে খালি হিসাবের অঙ্ক। লবিতে লবিতে টুকরো টুকরো দল,

দিদিভাইয়ের ভোকাল টনিক কোন কাজেই লাগছে না। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে প্রাণ যাচ্ছে তৃণমূলের সমর্থক কর্মীর। হায় পরিবর্তন!

মানুষ যে এমনভাবে বদলাতে পারে — কে তা জানতো! তৃণমূলীরা নির্লজ্জ, দিদিভাই ততোধিক নির্লজ্জ। একের পর এক অন্যায়ে পশ্চিমবঙ্গ বেসামাল, ধিক্কার দিচ্ছে সবাই, সারদা সহ অনেক চিটফান্ড সংস্থার জালিয়াতীতে লক্ষ কোটি মানুষ কপর্দকশূন্য, আত্মঘাতী এজেন্টের তালিকা ক্রমেই বাড়ছে, কিন্তু দিদিভাইয়ের মুখে কোনো দুঃখ প্রকাশের চিহ্ন নেই, সুচিন্তিতভাবে বাংলাকে উদ্ধারের কোনো চিন্তাই নেই। উনি কেবল নাচছেন। ফেষ্টিভ্যাল আর পাইয়ে দেবার নীতি নিয়ে ভোটব্যাঙ্ক তৈরী করার জন্য সরকারী অর্থ দেদার ওড়াচ্ছেন। বাংলার আয় বাড়ানোতে ব্যর্থ তার সরকার, দেনা বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে। স্বাধীনতার পর থেকে বামশাসনের ৩৪ বছরের শেষে পশ্চিমবঙ্গের দেনা ছিল ২ লক্ষ কোটি টাকার মত, আর দিদির রাজত্বের তিন বছরে দেনা বেড়েছে প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকার মত। দেনায় চলছে বাংলা, আর দিদিভাইয়ের মুখে লম্বা লম্বা কথা। কদিন আগেও কোথাও দিদিভাইয়ের সমালোচনা আসতো না কানে, আর এখন সর্বত্র ছি ছি, ছ্যা ছ্যা। দিদিভাইয়ের এখন ফূর্তির সরকার, টলিউড-বলিউডিদের কোমর নাচানো, বিশ্রী অঙ্গভঙ্গী দেখছেন তারিয়ে তারিয়ে। মূল্যবৃদ্ধির আগুনে বেকারত্বের জ্বালায়, খুন ধর্ষণের অত্যাচারে যখন বাংলা দাউ দাউ করে জ্বলছে, তখন দিদিভাই আমোদে মেতে রয়েছেন। রোমের সম্রাট নীরোর প্রেতাত্মা এখন দিদিভাইয়ের ঘাড়ে চেপে বসেছে।

কি এক কুৎসিত, জঘন্য রূপ! ঘৃণায় গুলিয়ে উঠছে অন্তরাত্মা। ছিঃ।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কি এইজন্য পরিবর্তন চেয়েছিল? এইজন্যই কি হাজার হাজার তৃণমূল কর্মী দিনের পর দিন সি পি এমের নির্মম অত্যাচার সহ্য করেছিল? এজন্যই কি সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের মানুষ অকাতরে প্রাণ দিয়েছিল?

পশ্চিমবাংলার মানুষের সাথে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। আর দিদিভাই মানুষের বিশ্বাস নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন। বাংলা গড়ার ডাক ভুলে তিনি ডুবেছেন আমোদে, মিথ্যাচারীতায়, স্বেচ্ছাচারে। ডুয়ার্সের বনবাংলোয় ছুটি কাটাতে গেলেন তিনি, কিন্তু উত্তরবঙ্গ জুড়ে মারক জ্বরে শতাধিক মৃত্যু ঘটল— সে কথা তিনি জানতেন না — এ কি বিশ্বাসযোগ্য? তাহলে কিসের উনি মুখ্যমন্ত্রী — রাজ্যের প্রধান? কোথায় তাহলে সরকারী নেটওয়ার্ক? উত্তরবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা কর্মীরাও কি জানতেন না এই ভয়ানক খবর? যদি তাই হয় তবে স্বীকার করতে হবেই যে তৃণমূল কংগ্রেস ও দিদিভাই চালিত তৃণমূল সরকারকে প্রত্যাখ্যান করেছে মানুষ, বুঝে নিয়েছে এরা অযোগ্য, অকম্মার ধাড়ী, তৃণমূলীদের দ্বারস্থ হবার থেকে রোগের সাথে লড়াই করে মরণও ভালো। অথচ উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি নিয়ে মিডিয়াগুলো অনেক আগে থেকেই বলা শুরু করেছিল।

দিদিভাই এক জঘন্য নজির স্থাপন করলেন লোকসভা নির্বাচনের আগে। বিজেপির স্টার লিডার, বিজেপির প্রস্তাবিতপ্রধানমন্ত্রী পদের দাবীদার শ্রী নরেন্দ্র মোদীর রাজনৈতিক ভাষণে শরণার্থী ও অনুপ্রবেশকারীদের পার্থক্য তুলে ধরেন। এবং তিনি অনুপ্রবেশকারীদের তল্পিতল্পা গুটিয়ে ফেরৎ পাঠাবার কথাও বলেন। দিদিভাই এ নিয়ে লাফিয়ে পড়লেন, হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে নরেন্দ্র মোদী বিভেদ করছে — বলে অভিযোগ আনলেন। অশ্লীলভাবে মোদীকে আক্রমণ করলেন, 'হরিদাস পাল' বলে বিদ্রুপ করলেন, মোদীকে 'কোমরে দড়ি দিয়ে ঘোরানো' উচিত বলে মন্তব্য করলেন। দিদিভাই সবজান্তা, বোধ হয় সৃষ্টিকর্তা ওনার পরামর্শ ছাড়া কিছুই করেন না, কেননা উনি যেখান থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি পেয়েছিলেন সেই জায়গাটি শুধুমাত্র এই পৃথিবীতেই নয় সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডেই নেই বলেই নাকি জ্যোতিবসু জানিয়েছিলেন। যাই হোক, সাধারণ মানুষ ওনার ডক্টরেট ডিগ্রীর কি অপরিসীম মূল্য তা বুঝতে পারবে না বলেই উনি নিজের নামের আগে ডক্টর লেখা বন্ধ করেন। এহেন বিদূষীকে সৃষ্টিকর্তা সমীহ করবে না তো কাকে করবেন? কিন্তু শরণার্থী সম্বন্ধে রাষ্ট্রসঙ্ঘের শরণার্থী দপ্তরের সংজ্ঞা অনুযায়ী — '**সেই ব্যক্তি যে নিজের দেশ ছেড়ে অন্য দেশে গেছে এই যথার্থ আশঙ্কা থেকে যে, সে নিজের দেশে তার জাতি, ধর্ম, নাগরিকত্ব বা রাজনৈতিক বিশ্বাসের কারণে অত্যাচারিত হতে পারে।**' (UN HCR)

এই সংজ্ঞার কোথাও জীবিকা অর্জনের অর্থাৎ উপার্জনের জন্য বা অন্য কোন অসৎ উদ্দেশ্যে দেশান্তরী হওয়া মানুষদের শরণার্থী বলা হয় নি। তাদেরকে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বলেই চিহ্নিত করতে হবে। সবজান্তা দিদিভাই কি এটা জানতেন না? — না, উনি জানতেন, উনি সব জানেন, উনি সব বোঝেন, উনি যা যা বোঝেন আর কেউ তা বোঝেন না। উনি লোক দেখলেই বোঝেন কে মাওবাদী কে সিপি এম — সে যতদূরই হোক না কেন? চমকে ওঠার মত ঐশ্বরীয় ক্ষমতা! শিল্যাদিত-মাওবাদী, দূর থেকেই বুঝেছিলেন, বর্ধমানের শক্তিগড়ের একদল প্রতিবন্ধী যারা তাড়াতাড়ি প্রতিবন্ধী সার্টিফিকেট পাবার আশায় দূর থেকে দিদিভাইয়ের দৃষ্টি আকর্ষনের জন্য প্ল্যাকার্ড নাড়ছিল — তাদের দেখামাত্রই দিদিভাই বুঝে গেলেন তারা সব সিপিএম। এরকম ক্ষমতা সম্পন্ন দিদিভাই নিশ্চয়ই শরণার্থী আর অনুপ্রবেশকারীর তফাৎটা ভালোই বোঝেন। কিন্তু বুঝেও শুধুমাত্র ক্ষমতার লোভে মৌলবাদী মুসলমান ভোটারদের খুশি করার জন্যই কেবল আজেবাজে মিথ্যা কথা বলে গেলেন।

মোদী ভুল কি বলেছেন? ভারতবর্ষকে ইসলামিক মৌলবাদী দেশে পরিণত করার জন্য বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে দলে দলে সাধারণ মুসলমানকে ঠেলে গুঁতিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছে মৌলবাদী মুসলমানেরা। যদি তারা না আসতে চায়তাহলে তাদের জীবন মোল্লাদের উৎপাতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। মোল্লাদের উৎপাত বা নির্যাতন সম্বন্ধে হিন্দু বা অন্যান্যদের ধারণা

সীমিত। ফতোয়ার ঠেলায় শুধু ঢিল মেরে জ্যান্ত মানুষকে মেরে ফেলা সম্ভব, তা করে দেখায় ঐ সব টুপি দাড়িওয়ালা স্বঘোষিত সাচ্চা মুসলমানেরা।

কিন্তু নিঃশব্দে দেশ দখলের এই শয়তানি ভারতবর্ষ মানবে কেন? কেনই বা এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা মানবে? বিদেশী অনুপ্রবেশের মধ্য দিয়ে যাবতীয় চোরাচালান, মাদক-অস্ত্র - নারী- শিশু পাচারের রাস্তা সুগম হচ্ছে। জাল নোটের রমরমা ছড়িয়ে পড়ছে এদের হাত দিয়েই। হু হু করে জনসংখ্যা বাড়িয়ে ভারতের আর্থ-সামাজিক কাঠামোকে ভেঙ্গে ফেলা এবং ভারতবিরোধী কার্যকলাপকে উৎসাহ দেওয়া এদের গভীর ষড়যন্ত্রের অঙ্গ। এইসব বেআইনী অনুপ্রবেশকারীরা সস্তায় শ্রমিকের কাজ করে স্থানীয় মূল অধিবাসীদের জীবন জীবিকায় হাত দিয়ে চলেছে প্রতিদিন। স্থানীয় হিন্দু মুসলমান সকল মানুষের জীবন বিপর্যস্ত হচ্ছে নানা কারণে। তাহলে এই অস্থিরতার জন্য এই অনুপ্রবেশকে কেন ভারতবর্ষ মানবে? একজন সর্বভারতীয় নেতৃত্ব হিসাবে মোদী যা বলেছেন তা সম্পূর্ণভাবে সঠিক এবং সীমান্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দিদি ভাইয়েরও এই কথাই বলা উচিত, কেননা বাংলার ঝঞ্ঝাট তাকেই আগে সামলাতে হয়, পরে ভারত সরকার।

এছাড়া হিন্দুরা কেন মানবে? আবার ভিটে মাটি চাটি করার জন্য ? হিন্দুদের ভারত কেটে পাকিস্তান করেছে মুসলমানরা। সেদিন জঙ্গী ইসলামের সামনে জাতীয়তাবাদী মুসলিম কণ্ঠস্বর হারিয়ে গেছিল, আজও তাই। জঙ্গী ইসলামের সামনে ভদ্র মুসলমানরা নিতান্তই অসহায়। শুধু ভারত কেন, সারা পৃথিবীতেই মানবতাবাদী যুক্তিবাদী মুসলমানদের একই অবস্থা। তিনি হয়ে যান একঘরে, জুলুমের ভয়ে আত্মীয়রাও সঙ্গ ছাড়ে, ছেলে-মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ জোটানোও হয় মুশকিল। তাই অসভ্য বর্বরদের সামনে নিজের অন্তরাত্মার গলা টিপে মাথা নত করতে হয় বারে বারে। কিন্তু হিন্দুরা মাথা নত করবে কেন? তারা তো বলবেই — বারবার দেশভাগের ধান্দা বন্ধ করো, 'সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে'। মোল্লাদের শয়তানি বুদ্ধি হিন্দুরা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। তাই হিন্দুরা অবৈধ অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে বলবেই, তাতে যদি সাম্প্রদায়িকতা ছড়ায় তাতেও দোষ নেই, কারণ — লোহা লোহাকেই কাটতে পারে। মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাকে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাই ধ্বংস করতে পারে।

ভারতের মঙ্গলের জন্য জাতীয়তাবাদীদের কথা না তুলে সাম্প্রদায়িক মুসলমানদের মাথায় তুলে নাচতে থাকাটাই নির্লজ্জ তোষণ। ভোটের স্বার্থে কেবলই মোল্লাতন্ত্রের হাতকে শক্তিশালী করাই এদের মত নেতৃত্বের কাজ, সমগ্র মুসলমান উন্নয়ন এদের লক্ষ্য নয়, এমনকি ইচ্ছাও নেই। আসলে সাধারণ মুসলমানের তোষণ পোষণ কোনটাই নয়, কেবল তোষণ চলছে দেশদ্রোহী পাকিস্তান বা আরবপন্থী জেহাদি মুসলমানের, যাদের কাছে হিন্দু সহ অন্যান্য অমুসলমানরা 'কাফের'— হত্যার যোগ্য, এই ভারতবর্ষ যাদের কাছে 'না পাক'—অপবিত্র, যারা এদেশে মুসলমান শাসনের নামে জেহাদী ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় — ধর্মনিরপেক্ষতার নামে দিদিভাইয়ের মত ভারতীয় রাজনীতিকরা

তাদের তোষণ করে, ব্যতিক্রমী নরেন্দ্র মোদী ও তার দল। কদিন আগে বাংলাদেশে ব্যাপক হিন্দু নিধন যজ্ঞ হলো, বি এন পি ও জামাত -ই- ইসলামীর যৌথ নেতৃত্বে হাজার হাজার হিন্দু বেঘর হলো, ইজ্জত গেল হিন্দু বোনের, মরল অনেক - বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হাসিনা বললেন—'বাংলাদেশে গণহত্যা চলছে'। বাংলাদেশের সাথে আজও বহু বাঙালির রক্তের সম্পর্ক রয়েছে, আজও অনেকের আত্মীয়বন্ধু পরিবার আছে বাংলাদেশের মাটিতে। তবুও দিদিভাইয়ের মুখ দিয়ে একবারও বেরোলো না কোনো শব্দ, পাছে মুসলমানরা চটে যায়। তোষণের রাজনীতি ভারতে অনেকদিনের, কিন্তু তোষণের বিষয়ে দিদিভাই সবাইকে হার মানিয়েছেন। কেননা মুসলমান ভোটই তার আজ একমাত্র লক্ষ্য। টিকে থাকার চাবিকাঠি।

উপরন্তু আসামের দাঙ্গায় যখন হিন্দুসমাজ যার মধ্যে সনাতনী বাঙালি হিন্দু, বৌদ্ধ, বোড়ো হিন্দু এমনকি খ্রীষ্টানরাও আক্রান্ত হলেন, মারা গেলেন তখন দিদিভাই খামোশ-- ব্যাপারটা যেন ঠিকই হচ্ছে। কিন্তু যে মুহূর্তে হিন্দুরা একত্রিত হলো মোল্লাদের আসামভূমি দখলের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ালো, বিতর্কিত মুসলিম নেতা আকবরউদ্দিন ওয়াইশীর বর্ণনা অনুসারে অটোমেটিক বন্দুক নিয়ে 'ট্যার ট্যার' করে জঙ্গী মোল্লাদের উপর গুলি চলতে লাগল, দাঙ্গা করানোর জন্য জেহাদী মুসলমান সংস্থার বাংলাদেশী চরেরা ধরা পড়ল, তখন আসামকে ইসলামী স্থানে পরিণত করার হুঙ্কার উধাও। বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে 'ত্রাহি মধুসূদন' 'পালা—পালা' আওয়াজ উঠল। দলে দলে ঢুকে পড়ল ত্রাণ শিবিরে, পালিয়ে এল পশ্চিমবঙ্গে। শিবির করে দিদিভাইয়েরা এই দেশদ্রোহীদের মণ্ডামিঠাইতো খাওয়ালেন এবং মুসলিম মৌলবাদী নেতাদের সাথে গলা মিলিয়ে মুসলমানেরা আক্রান্ত' বলে লাফাতে থাকলেন। কি অসম্ভব উদারতার নজির! হিন্দুদের উচ্ছেদ করার ষড়যন্ত্রে কি ভয়ানক সমর্থন !

দিদিভাই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য হিজাব দিয়ে মাথা ঢাকেন, মুসলমানী ঢঙে নামাজ পড়েন। দিদিভাই 'এছলাম' কবুল করলে কোনো কথা নেই। কিন্তু না করলে দুইখান -এক, মুসলমানের উপাস্য আল্লাহ ও অন্যের উপাস্য পরমেশ্বর এক নয়। কেননা কোরাণ বলছে — **'তুমি বল, হে কাফেরগণ, তোমরা যাহাকে পূজা করিয়া থাক আমি তাহাকে পূজা করি না। এবং আমি যাহাকে অর্চনা করিয়া থাকি তোমরা তাহাকে অর্চনা কর না। এবং তোমরা যাহার পূজা কর আমি তাহার পূজক নহি। এবং আমি যাহাকে পূজা করি তোমরা তাহার পূজক নও। তোমাদের জন্য তোমার ধর্ম আমার জন্য আমার ধর্ম।'** সূরা কাফেরণ। গিরিশচন্দ্র সেন অনূবাদিত। হরফ প্রকাশনী। দুই, আচ্ছা যদি উল্টো করা যেত, তাহলে কেমন হত? সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য দিদিভাইয়ের প্রিয় ইমামের প্রশস্ত কপালে চন্দনে চর্চিত করে, হিন্দুরীতি অনুসারে গঙ্গাজলে ওঁ বিষ্ণু, ওঁ বিষ্ণু, ওঁ বিষ্ণু বলে আচমন করিয়ে কালীঘাটে মা কালীর পূজায় বসানো হত মা কালীর

নামে নৈবেদ্য, প্রসাদ মায় এক কোপে কাটা কচি পাঠার সুস্বাদু রান্না খেতে দেওয়া হত—তাহলে কেমন হত?

কিন্তু দুঃখের বিষয় ইমাম কেন পৃথিবীর কোন মোল্লাই এ কাজ করতে রাজি হত না উল্টে, তাকে জোরপূর্বক ধর্মচ্যুত করার অভিযোগ আনতো। কেননা কোরাণে আছে -- **"তোমাদের জন্য শব, রক্ত ও শুয়োরের মাংস এবং যা আল্লাহ ছাড়া অন্য দেবতার উদ্দেশ্যে বলি প্রদত্ত হয়েছে তা নিষিদ্ধ।"** সুরা বকরা, আয়াত ১৭৩। তাই কালীর প্রসাদ কেন, আড়াই পোঁচে কাটা জন্তুর জ্যান্ত মাংস ছাড়া অন্য খাদ্য গলা দিয়ে ঢুকবে কেন? আরবীয় সংস্কৃতির হোলসেল ডিলারশিপ নেওয়া এই মোল্লারা কখনই তাদের রীতিকে লঙ্ঘন করে না। কিন্তু দিদিভাই করেন, তিনি ভুলে গেছেন তার বংশ পরিচয়। জোর করে 'আমি কিছু মানি না' বলে এঁড়ে তর্ক করা যায়, আকাট্যের মত ঝগড়া করা যায় কিন্তু কোনভাবেই নিজ রক্তধারা, বংশানুক্রমিক জিনগত বৈশিষ্ট্যকে ত্যাগ করা যায় না। আসলে দিদিভাই এই ভণ্ডামি করে নিজ বংশমর্যাদাকেই ধুলায় মেশাচ্ছেন; অপরকেও বংশমর্যাদা ধুলায় মেশাবার কুশিক্ষা দান করছেন।

দিদিভাই মোল্লা মোয়াজ্জিনদের খুশি করার জন্য, হাতে রাখার জন্য বখশিশ দেওয়ার কাজ শুরু করলেন। মোল্লা মোয়াজ্জিনরা সবাই নাকি দরিদ্র — তাই ভাতা— বখশিশ। দিদিভাই এত জানেন, আর এইটা জানেন না যে এইসব মোল্লারা যারা নানান মসজিদে নিযুক্ত থাকেন তারা মসজিদ কমিটি থেকে নিয়মিত ভালো মাইনে পান ও প্রতিদিনের আহারের জন্য চর্ব্য চোষ্য স্থানীয় মুসলমানেরা পালা করে প্রতি ঘর থেকে ব্যবস্থা করে এবং মুসলিমদের নানান ধার্মিক অনুষ্ঠানবাবদ ঐসব মোল্লারা আলাদা নজরানাও পেয়ে থাকে। বাংলার মসজিদগুলির বেশির ভাগ মোয়াজ্জিনদের চেহারা স্বাস্থ্য— শীর্ণকায় বলে এটা ভাবার কোন কারণ নেই যে দরিদ্র বলে তারা রোগা, আসলে সব পেট রোগা। প্রতিদিন তেল,ঘি গোস্ত খেলে পেটের আর দোষ কি?

কি দোষ করল অন্যান্য ধার্মিক সম্প্রদায়ের পুরোহিতরা? কেন পাবে না সরকারী সহযোগীতা? ভারতে তো মুসলমানরাই একমাত্র সম্প্রদায় নয়, আর যদি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলতে হয় তবে ইহুদি, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, শিখরা বাদ গেল কেন? এছাড়াও হিন্দু সমাজেও বহু সম্প্রদায় আছে - তারা কি দোষ করল?

পরিবর্তনের নেত্রী দিদিভাই। সাধের বাংলা গড়ার শপথ নেওয়া দিদিভাই আরো একটা কুৎসিত ঝামেলা পাকালেন মোদীর সাথে। মোদী বয়কট। ভারতের মত বিশাল দেশ, ছোট বড় মিলিয়ে যার ২৯টা (নবগঠিত তেলেঙ্গানা নিয়ে) রাজ্য, যার লোকসংখ্যা পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় ৫ভাগের এক ভাগ, যে দেশ জোট নিরপেক্ষ গোষ্ঠির নেতৃত্ব দিচ্ছে সেই দেশের প্রধানমন্ত্রীকে বয়কট করছেন ২৯টা রাজ্যের মধ্যে একটি ছোটমত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। এটা কি সুস্থতার লক্ষণ? এটা কি বাংলার সামগ্রিক স্বার্থ নাকি ব্যক্তিগত লজ্জা বা অহঙ্কারের

ফল?

অথচ মোদী আহবান করলেন তার আগেই —'ভোট শেষ, কিসসা শেষ।' 'আসুন এক সাথে ভারত গড়ি।' দিদিভাই গেলেন না, প্রধানমন্ত্রীর শপথ অনুষ্ঠানে অনেক টালবাহানোর পর হাজির হলেন এক আধজন। তাতে লাভ কি হলো?

ওদিকে দুঁদে রাজনীতিবিদ জয়ললিতা, নবীন পট্টনায়েক সেরে নিলেন নিজের কাজ। ফুলের তোড়া দিয়েই বলে ফেললেন—'দেখবেন স্যার, আমাদের রাজ্যকে ভুলে যাবেন না।'

মনে আসে বিধানচন্দ্র রায়ের কথা। পশ্চিমবঙ্গের রূপকার। দিল্লী গিয়ে রাজ্যের উন্নতির জন্য প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর দরবারে তদবির করার পরও দেখা গেল কদিন ধরে ঘুরে চলেছেন সরকারী অফিসে। অফিসে ঘোরা নিয়ে জিজ্ঞাসা করতে তার অকপট উত্তর - ফাইলগুলো যেন দ্রুত চলে, বাংলার জন্য খুব দ্রুতই টাকা দরকার। বিধানচন্দ্র রায় এজন্যই পশিচমবঙ্গের রূপকার, এজন্যই নমস্য, এজন্যই বাঙালীর কাছে প্রাতঃস্মরণীয়।

আর দিদিভাই চটিয়ে দিলেন মোদীকে। বিধ্বস্ত বাংলার জন্য বাড়তি সুযোগসুবিধা লাভের সুযোগ হারালেন ইচ্ছা করে, বাংলার স্বার্থের থেকে নিজের গোয়ার্তুমিটাই বড় হলো তার কাছে। আশ্চর্য্য ! না, এরপরে সত্যিই বলতে বাধ্য হচ্ছি —'গুডবাই দিদি ভাই, ষোলোয় তোমার সাফাই চাই।'

দিদিভাইয়ের উপর আজ বাংলার মানুষের সব আশা শেষ হয়ে গেছে। উনি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নন, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণেও বিশ্বাসী নন, নিজমন্ত্রী থেকে শুরু করে বড় বড় আধিকারিকদের ন্যূনতম সম্মান জানানোর বোধ নেই তার। উনি সবসময় 'হট টেম্পার্ড'। সরকারী দপ্তর আর পৈত্রিক জমিদারীর মধ্যে যে বিস্তর ফারাক তা উনি বোঝেন না। উনি ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে আর কোন দপ্তরের মন্ত্রী আছে বলে তো মনে হয় না। যে মন্ত্রী নিজে কিছু করতে চান তখনই দিদিভাইয়ের রাগ আছড়ে পড়ে তার উপর । মাঝে মাঝে ধূমকেতুর মত উদয় হয় কোন কোন মন্ত্রী, তার পরেই ভ্যানিশ। এ যেন সরকার নয় সার্কাস। সার্কাসের সব ইভেন্টে একজনই — সে আমাদের দিদিভাই। খাঁচার ভেতরেও, খাঁচার বাইরেও।

মূল্যবৃদ্ধির বাজারে DA পেল না পেনসনাররা। নিত্য দিনের মূল্যবৃদ্ধি চিকিৎসার খরচে জেরবার পেনসনভোগী বৃদ্ধ, বৃদ্ধারা। কোথাও বা তারাই সংসারের একমাত্র উপার্জনকারী। তবুও তাদের ৪৯ শতাংশ DA দিচ্ছে না দিদিভাই। সরকারী চাকুরীরতদের DAএর কথা তো অনেক দূর। অথচ পাশাপাশি DA বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী ও পেনসনারদের। ধাক্কা আসছে স্থানীয় বাজারে, রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা বর্দ্ধিত বাজারে ছাঁটাই করছে খরচ, ধাক্কা আসছে বাজারে, বেচাকেনার কমতিতে চিন্তিত

ব্যবসায়ীরা, সম্পূর্ণ আর্থিক চক্রটাই ভেঙ্গে পড়ছে, আর দিদিভাই গান গাইছেন, দানছত্র খুলে বসেছেন। কোনো নতুন কর্মসংস্থান তৈরীর পরিকল্পনা নয়, ভবিষ্যতে সুফল আসতে পারে তেমন কোনো যোজনা নয়, ভোট কেনার জন্য দানছত্র — যার অধিকাংশটাই জলে দেবার মত।

দিদিভাইয়ের আমলেই রমরমিয়ে ওঠা চিটফান্ডগুলির মধ্যে দিদিভাইয়ের নজর সারদার দিকে। সারদার কেসে জড়িত ভাইদের জন্য দিদির কি কষ্ট। তাই সরকারী খাজনা থেকে হরির লুঠের ব্যবস্থা হল, প্রয়োজনের তুলনায় বিন্দুমাত্র। বাকী সব আমানতকারীরা ফালতু, তাদের টাকা—টাকা নয়, কারণ তাদের টাকা তৃণমূলী ভাইরা কম খেয়েছে, কিন্তু সারদার টাকা যেহেতু বেশী পকেটে ঢুকেছে তাই সারদা কেস ঠাণ্ডা করতে দিদিভাইয়ের দানছত্র খোলা। এই হোল তার সততার নমুনা। উল্টে সারদা তদন্ত কেস কেন্দ্র সরকার হাতে নেওয়ায় দিদিভাইয়ের কত রাগ। হুমকি দিলেন — ভালোই হল, এবার টাকা দেবে বিজেপির লোকজন, তাদের বাড়িতে তাগাদা করুন। ছি, কি নোংরা রাজনীতি শিখিয়ে চলেছেন দিদিভাই। আসলে সিপিএমের কুৎসিৎ রাজনীতির সঠিক ছাত্রী দিদিভাই। সিপিএম যদি এই ছাত্রীটিকে নিজেদের দলে পেত, তবে ৩৪ কেন ১৩৪ বছরেও সিপিএম তথা বামফ্রন্টকে হঠানো সম্ভব হত না। জ্যোতিবাবু বিমান, বুদ্ধবাবুরা দিদিভাইয়ের নোংরামী রাজনীতির নখের যোগ্য নয়।

দিদিভাই ভেবেছিলেন ব্ল্যাক মেলিং এর রাজনীতি করে তিনি সবসময়ই দিদিগিরি করে যাবেন। বারবার শিবির বদল করে ব্ল্যাকমেলিংএর রাজনীতিটা তিনি বেশ ভালোই রপ্ত করে ছিলেন আর বামপন্থীদের মতো অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে কেটে পড়ার বিদ্যাটাও ভালো সাইজ করছিলেন। যে বিজেপির দৌলতে রেলমন্ত্রী হিসাবে তার সুখ্যাতি শুরু, যে বিজেপির সাহায্যে তার তৃণমূল পার্টির জন্ম সেই বিজেপিকে ছেড়ে টুক করে ভিড়ে গেলেন কংগ্রেসে। কংগ্রেসে ঢুকেই বৃহত্তম শরিক দল হিসাবে নাকানিচোবানি খাইয়েছেন কংগ্রেসকে। কিন্তু বাংলার জন্য ট্রেন ছাড়া বিশেষ কিছু আদায়ও করতে পারেন নি। পরে মুখ্যমন্ত্রী হয়ে দিনেশবাবুকে দিলেন রেলমন্ত্রীত্ব সোজা সাপটা দিনেশবাবু চেয়ারে বসে হিসাব দেখেই গাঁক করে উঠলেন, শনি রাহু কেতুর ষড়যন্ত্রে দিনেশবাবু বলে ফেললেন -- রেলকে তো আই সি সিউতে ভর্তি করতে হবে। দিদিভাইয়ের পরিচালনায় রেলকোম্পানীর লাটে ওঠার অবস্থা। ব্যাস, দিনেশবাবু আউট, মুকুলবাবু ইন। দিদিভাই ভাবলেন — এতো বিপদ, দিনেশবাবুর মত মুকুলবাবুরও যদি আক্কেল হয় তাহলে কেচ্ছা --তাই টপ করে কংগ্রেসের সাথে বিচ্ছেদ। ঠিক সিপিএমের রাজনীতি—সাড়ে চারবছর কাটিয়ে সকল ব্যর্থতার দায় ইউ পি এ ১ সরকারের ঘাড়ে ফেলে পরমানু চুক্তিতে দে ধাঁ।

ভারতীয় রাজনীতিতে বামপন্থীরা, মুলায়েম যেমন অবিশ্বাসী তেমনই দিদিভাইও আরেকজন — তা বেশস্পষ্ট। তাই এবারের লোকসভা নির্বাচনে দিদিভাই কেঁদেছিলেন

মস্ত ফন্দি। হাওয়া তুললেন ফেডারেল ফ্রন্টের, আকাশ কুসুম ফ্রন্টের দেখা তো দূর, ছায়াই দেখল না কেউ। গ্যাস খেয়ে প্রধানমন্ত্রী হবার আশায় বুঁদ ছিলেন তিনি। সর্বভারতীয় দল হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও বাইরে বাইরে বহু ক্যানডিডেট দিলেন তিনি। কিন্তু বাইরে সবারই জামানত জব্দ। বাংলায় সবুজে সবুজ হলেও দুটো সিট হড়কে গেল বিজেপির হাতে, সাথে সাথে বহু নামজাদা তৃণমূলীর বিধানসভা ক্ষেত্রে পদ্মফুলের জয়জয়াকার, এমনকি দিদিভাইয়েরও নিজের সিটেও। ওদিকে দিল্লিতে ব্ল্যাকমেলিং পলিটিক্স বন্ধ। নির্বোধ ভারতবাসী দিদিভাইয়ের আশায় দিল ছাই ঢেলে, ত্রিশ বছর পর একক সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার হল দিল্লিতে, আবার তার প্রধান পদে এলেন 'হরিদাস পাল' শ্রী নরেন্দ্র মোদী। ব্যাস, দিদিভাই রেগে কাঁই। শ্রী গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলছেন — কামনাই সব নষ্টের গোড়া, কামনা পূরণ না হলে ক্রোধ হয়, ক্রোধ থেকে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি—বুদ্ধিনাশ হলে সবই শেষ হয়। দিদিভাই এর সঠিক উদাহরণ। দিদিভাইয়ের যত্নে লালিত কামনা পূরণ না হতেই দিদি গেলেন রেগে, রাগে অন্ধ হয়ে মোদীকে সামান্য শুভেচ্ছা জানাতেও গেলেন ভুলে, আর এই ভুলের মাশুলে২০১৬র নির্বাচনে তৃণমূল তথা দিদিভাইকে কড়ায় গন্ডায় গুনতে হবে, বাংলার তখ্ত ছেড়ে বিদায় নিতে হবে।

এটা কোন ভবিষ্যতবানী নয়, কর্মফল। দিদিভাইও বুঝেছেন, তাই চিন্তিত, মুখে নেই খুশির ছাপ, হঠাৎ করে বয়স বেড়ে গেছে ২০বছর, টেনশনে ঘনঘন ছুটি কাটাতে ছুটছেন এধার ওধার। টেনশনে পড়েই সি পিএম নেতাদের চপ কাটলেট খাইয়ে পিরিত করলেন নবান্নে বসে। বলে ফেললেন বেফাঁস কথা—সিপিএম ছেড়ে দলে দলে বিজেপিতে যাচ্ছে কেন? আটকান। দিদিভাইয়ের খাওয়ানো চপ কাটলেট খেতে না খেতেই সি পি এম নেতাদের ঢোঙা ঢেকুর। কর্মীদের মধ্যে বিক্ষোভ, যে তৃণমূলীদের আক্রমনে সি পি এমরা ঘর ছাড়া সেখানে তৃণমূল নেত্রীর দেওয়া চপকাটলেট মজা করে গেলা কেন? উল্টো দিকে প্রকৃত তৃণমূলীরাও দুঃখিত — যে সিপিএমের বিরুদ্ধে লড়তে লড়তে আমরা সর্বসান্ত, আজ দিদিভাই তাদের ভাইফোঁটার আদলে সশব্যস্ত হয়ে চপ কাটলেট খাওয়াতে ব্যস্ত। ব্যর্থ তাপসী মালিকের প্রাণাহুতি, ব্যর্থ নন্দীগ্রামের আত্মবলিদান।

'মরণকালে বুদ্ধিনাশ'। দিদিভাইয়ের এই রাজনৈতিক বোধোদয়ে ব্যাজারমুখো তৃণমূলীরা। যে সিপিএম - কংগ্রেসের সাথে এত লড়াই, আবার তাদের সাথে আঁতাত? ভাইরে-বলে গলা জড়াজড়ি, সোহাগ? ঘর পুড়েছে যাদের জন্য, সন্তান হারিয়েছে যে পরিবার — যারা শান্তি চেয়েছিল অপরাধীর, যারা পরিবর্তন চেয়েছিল ধান্দাবাজির রাজনীতি— তারা আজ কোথায় যাবে, কোথায় হবে আশ্রয়?

গুলিয়ে উঠেছে বাংলার রাজনীতি। সাম্প্রদায়িক শক্তিবলে বিজেপি টার্গেট করেই গড়ে উঠছে জোট রাজনীতি — শেয়াল কুকুর এক পাতে।

কিন্তু প্রশ্ন একটাই — বিজেপি বিরোধী জোট করায় এত উৎসাহ কেন? বারবারই বিজেপি জুজু তাড়া করে ভারতীয় নেতাদের ? কেনই বা আদাজল খেয়ে বিজেপিকে আটকাও বলে হুক্কাহুয়া ওঠে? এই প্রশ্নগুলো ঘুরপাক খায় ভারতের প্রতি প্রান্তের দেশপ্রেমিক মানুষের মনে। বিজেপির প্রতি কেন এত আক্রোশ—বহুদলীয় গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক পরিবেশে বিজেপি কি এমন মহাপাতকের কাজ করল যে ধুতি কাছা গুটিয়ে বিজেপির চোদ্দপুরুষ ধরে গালি পাড়তে হবে দিন রাত্রি ধরে — ঠিক বুঝতে পারে না গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষেরা।

আসলে ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেতে অগাছায় ভরে গেছে। কংগ্রেসী -বামপন্থা মার্কা ককটেল প্রডাক্টের লেবেল লাগিয়ে রাজনীতির ব্যবসা চলছে। কংগ্রেস ও বামপন্থীদের যেমন কোন দেশপ্রেম নেই, নেই জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা, আছে কেবলই মিথ্যাচার — তাদেরই অনুকরণে গড়ে ওঠা আগাছার জঙ্গলে আছে কেবলই ধান্দাবাজি আর টুপি দেওয়া। বৃটিশের কাছ থেকে পাওয়া আর একটি বিদ্যা — টুকরো কর ও শাসন কর। এই শিক্ষার বশেই ভারতে আজ এত বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথা চাড়া দিচ্ছে, এত সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

আর বিজেপি প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রীয় **স্বয়ংসেবক** সঙ্ঘের প্রভাবে এক অখণ্ড ভারতীয় সত্বার তত্ত্বে বিশ্বাস করে। যে ভারতীয় সত্ত্বা এই ভারতকে জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, মর্যাদায় দর্শন ও সংস্কৃতিতে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দেশে পরিণত করেছিল, যে ভারতীয় সত্ত্বা হাজার হাজার বছর বিদেশী আক্রমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল, যে ভারতীয়ত্ব এদেশের পরাজয়ে পাগলের মত কেঁদেছে, যে ভারতীয়ত্ব এ দেশের জয়ে উন্মাদের মত হেসেছে — বিজেপি সেই ভারতীয়ত্ব বোধের জাগরণ ও ঐক্য চায়, শুধু তাই ই নয়, RSSএর প্রভাবে খণ্ডিত ভারত মাতা নয়, অখণ্ড ভারতমাতাও বিজেপির আরাধ্য ও স্বপ্নের ভারত। বিজেপি চায় এক সমৃদ্ধ ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত একারণেই বিজেপিকে ঠেকাবার এত চেষ্টা। এই মূল্যবোধের রাজনীতিকে ঠেকাতে বাজারী মালেদের একতা।

মোচড় খেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। ধরে ফেলেছে দিদিভাইয়ের ভণ্ডামি। মিথ্যাচার। কোথায় গেল সিঙ্গুরের অনিচ্ছুক চাষীদের জমি ফেরতের গল্প? কেবলই ধাপ্পা আর পশ্চিমবঙ্গকে পিছিয়ে দেবার জন্য নষ্টামি রাজনীতি। আজ কোথায় গেল প্রথিত যশা বুদ্ধিজীবিরা? আজ কেন তাদের বদলে অনুব্রত, মনিরুল, আরাবুলরা? পার্টির দুঃসময়ের কর্মীরা আজ কোথায়? তাদের জায়গায় দাড়িয়ে আছে পাল্টি খাওয়া মিঠুন, রুদ্রনীল, ইন্দ্রনীলেরা? কি করছেন তৃণমূলী এম পিরা, কেবলই পার্লামেন্টের ঠান্ডা বাতাস, পেটমোটা করা খাবার গেলা আর মাস মাইনেটা নেওয়া ছাড়া ? — পার্লামেন্টের রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে সব থেকে পেছিয়ে আছে তৃণমূলীরা। প্রশ্ন করার ক্ষমতাও নেই তাদের, সৌগতবাবু, সুদীপ কল্যাণ ছাড়া। আরেক মহান এম পি তাপস পালকে নিয়ে দিদিভাইই ল্যাজে গোবরে, ভিডিওতে

দেখানো তার মহান বক্তৃতায় মানুষ গেছে ক্ষেপে — এ যেন গোদের উপর বিষফোঁড়া। ভদ্র তৃণমূলীরা আশাহত, তারা বলতে শুরু করেছেন যে দিদিভাইয়ের একান্ত ইচ্ছা ছিল মুখ্যমন্ত্রী হবার বিশেষতঃ সিপিএমকে দেখানোর জন্য, সে আশা তার মিটেছে, তাই বাংলার উন্নয়ন নিয়ে আর কোনো মাথাব্যাথা নেই দিদিভাইয়ের।

আর বাংলার হিন্দু মেয়েদের প্রতি বলি, দিদিভাইতো হিজাব দিয়ে চোখ ঢেকেই ফেলেছেন, সাচ্চা মুসলমানের আক্রমন ঠেকাতে হিজাবের একটা অংশে মুখ ঢাকা দিলেই চলবে, কেননা মুসলিমদের আরাধ্য গ্রন্থে লেখা আছে — "**হে নবী, তুমি তোমার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও বিশ্বাসীদের রমণীগণকে বল, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের মুখমন্ডলের উপর টেনে দেয়। এতে তাদের চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদের উত্যক্ত করা হবে না।**" (সুরা ৩৩ (আহযাব), আয়াত ৫৯)।

কিন্তু সব হিন্দু মেয়ে কি করবে? বাংলায় বোরখা আর হিজাবের ধুম দেখেই বোঝা যায় ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তৃত হচ্ছে। উৎপাত এড়াতে কী সকলেই দিদিভাইকেই অনুসরণ করবে?

পশ্চিমবঙ্গের পরিবর্তন আসছে। দিদি ভাইয়ের দিন শেষ। ২০১৬র পর তৃণমূল কংগ্রেস সাইনবোর্ড পার্টিতে পরিণত হবেই। এই পরিস্থিতিতে বামপন্থীদের বগল বাজাবার কারণ নেই। দ্রুত উঠে আসছে বিজেপি, এক নম্বর হওয়াটাই তাদের লক্ষ্য। তৃণমূলের ভাঙ্গাচোরা সাংগঠনিক কাঠামো নয়, RSS এর ঢঙে গড়ে ওঠা মজবুত বিজেপি সংগঠন আরো মজবুত হবে। এ মাটি তাদের কাছে পুণ্যমাটি, তাদের দলের মুখ্যপ্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর জন্মভূমি, দিল্লী দখলের পর এবার নজর পশ্চিমবঙ্গ। বিজেপির সর্বভারতীয় শক্তি কেন্দ্রীভূত হবে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে দুর্বার ঘূর্ণিঝড়ের মত আছড়ে পড়বে ২০১৬তে, সংখ্যা তত্ত্বের বিচারে ২০১৬ = ৯ — বিপ্লবের সংখ্যা, সেই বৈপ্লবিক ঝড়ে দিদিভাইকে হয়তো বিদায় সম্ভাষণটা জানাতেও পারব না, তাই আগেভাগেই জানালাম — **গুডবাই দিদিভাই।**

চতুরঙ্গ জেহাদ

'জেহাদ' শব্দটির অর্থ আল্লার পথে সংগ্রাম করা। কোরাণে জেহাদ শব্দটি বহুল ব্যবহৃত। বর্তমান পৃথিবীতে জেহাদী মুসলমানরাই রক্তের বন্যা বইয়ে দিচ্ছে। জেহাদের উদ্দেশ্য— ইসলাম ধর্মের প্রসার ও অমুসলমানের ধ্বংস সাধন।

বর্তমান সময়ে ভারতবর্ষে জেহাদের চারটি অঙ্গ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এক, ভারতকে ইসলামী স্থানে পরিণত করার জন্য অনুপ্রবেশ এক জেহাদী অঙ্গ। বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে অনুপ্রবেশ আজ এক সাংঘাতিক সমস্যা। দলে দলে বাংলাদেশী মুসলমানেরা ঢুকে পড়ছে। কাণ্ডজ্ঞানহীন রাজনৈতিক নেতারা অবাধে বিলিয়ে চলেছে রেশনকার্ড, ভোটারকার্ড। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বদলে যাচ্ছে জনবিন্যাস । অনুপ্রবেশকারীদের হাতেই চলে যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের সরকার গঠনের ক্ষমতা।

দুই, ল্যান্ড জেহাদ - হিন্দু মহল্লায় বেশী দাম দিয়ে জায়গা দখল, রাস্তার গুরুত্বপূর্ণ মোর, হিন্দুদের যাতায়াতের রাস্তার দুই ধার কিনে বা বেআইনী দখল নেওয়া এবং হিন্দু মহল্লার মধ্যে দুই এক ঘর মুসলমানের জন্য খাস বা দাবীহীন বা দেবোত্তর সম্পত্তিতে কবরস্থান বা মাজার নির্মাণ — ল্যান্ড জেহাদের অঙ্গ।

তিন, লাভ জেহাদ । হিন্দু ছেলে বা মেয়েকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে বিয়ে করে ধর্মান্তরিত করা - এই জেহাদের লক্ষ্য। এর জন্য পুরস্কার হিসাবে বহু অর্থ চলে আসছে চোরা পথে।

চার, প্রকাশ্য সন্ত্রাস। ভারতবর্ষ অনেকগুলি প্রকাশ্য সন্ত্রাসের শিকার। পাকিস্তানী সন্ত্রাসবাদ বলে এই ঘটনাগুলোকে হালকা চোখে দেখা উচিত নয়। এগুলি আগ্রাসী ইসলামের রূপ। কদিন আগে আল-কায়দার বর্তমান প্রধানের ঘোষণা সেকথাই প্রমাণ করে।

জেহাদ সম্বন্ধে বুঝুন, নিজেরা সতর্ক হোন, অপরকে সতর্ক করুন, নিজ সন্তানদের সতর্ক করুন। সর্বধর্ম সমভাবে ভারতীয় সংস্কৃতি বজায় রাখতে জনঐক্য গড়ে তুলুন। বন্দে ভারতমাতরম।

র‍্যাডিক্যাল হিন্দু ইউথ সোসাইটি

বাঙালী হিন্দুর ভবিষ্যৎ কী?

জনসঙ্ঘী নেতা ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর দৌলতে বাঙালি হিন্দুরা বসবাসের জন্য পাকিস্তান ভেঙে এই পশ্চিমবঙ্গ পায়। দেশভাগের সময় কংগ্রেসের ভূমিকায় পুরো পশ্চিমবঙ্গই চলে যেত পাকিস্তানে, কমিউনিষ্টরা চেয়েছিলেন গঙ্গার পুবতীর বরাবর দেওয়া হোক পাকিস্তানকে, আর সুরাবর্দীর কুটবুদ্ধিতে শরৎ বসুও চেয়েছিলেন স্বাধীন বাংলা। কিন্তু সর্ববিচারে শ্যামাপ্রসাদ বুঝেছিলেন বাঙালি হিন্দুর বিপদ আসন্ন, হয় তাদের মুসলমানী শাসনে জিম্মীর মতো থাকতে হবে নয়তো একটু মাত্র অংশে গরু ছাগলের মতো গুঁতোগুতি করে বাঁচতে হবে এমনকি বাঙালি হিন্দুর ঐতিহ্যের মর্যাদার কোলকাতাও হয়তো হারাতে হবে। তাই ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদ একাই দাবী তুললেন —বাঙালি হিন্দুর বাসভূমি চাই, আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি মেনে বেড়িয়ে এল বাঙালি হিন্দুর বাসভূমি—এই পশ্চিমবঙ্গ। ইতিহাস প্রমাণ যে, কংগ্রেস, মুসলিমলীগ ও ইংরেজরা মিলে ভারতকে খন্ডিত করেছে, আর শ্যামাপ্রসাদ একাই পাকিস্তানকে টুকরো করেছিলেন।

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বাঙালির গর্ব। শ্যামাপ্রসাদের পশ্চিমবঙ্গ আজ আবার পাকিস্তানীদের কব্জায় যাবার পথে। বাঙালি হিন্দুরা যদি উটপাখির মত বালিতে মাথা গুঁজে বসে থাকে তাতে বিপদ তার পেছন ছাড়বে না। যদি এ বাংলা হাতছাড়া হয়, ইসলামী শাসনের অধীনে যায় তবে বাংলাদেশের বা পাকিস্তানের হিন্দুর মতো প্রতিপদে আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে বন্দীর মতো বাঁচতে হবে। প্রতি মুহূর্তে হিন্দু মেয়েরা নৃশংস অত্যাচারের শিকার হবে — কামদুনী থেকে শুরু হয়ে গেছে সেই অংশের রিহার্সাল। আমাদের মনে রাখা উচিত হিন্দু পুরুষের থেকে হিন্দু নারী লক্ষগুণ অত্যাচারিত। বাঙালি হিন্দু যদি এ মাটি হারায় তবে সমস্ত ভারতেই নয় সমগ্র পৃথিবীতেই আর তার বোধহয় আশ্রয় হবে না—ব্যর্থ, ভীতু, কাপুরুষ ও পশুতুল্য জাতি বলেই স্বীকৃত হবে সর্বত্র। এখনো সময় আছে পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচাবার, বাঙালি হিন্দুকে বাঁচাবার, হিন্দুনারীকে বাঁচাবার।

তাই হিন্দুরা সচেতন হন, সংগঠিত হন, নিজেদের স্ত্রীপুত্র কন্যা পরিবারকে রক্ষার সংকল্প নিয়ে পুরুষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করুন, এবং বিনম্র আবেদন মাতৃশক্তির কাছে—মায়েরা এগিয়ে আসুন, সন্তানকে রক্ষার জন্য এদেশের মায়েরা রণচণ্ডী রূপ ধারণ করেন এবং মাতৃশক্তির কৃপা ছাড়া পুরুষ হীনবল—শাস্ত্রই তার প্রমাণ।

জয়ভারত, জয়ভারতী

— মোহন্ত ব্রহ্মানন্দ